সংবাদ

11 SEP 2009
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬

শিক্ষা। এটি হচ্ছে- আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক এই দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার মাঝামাঝি একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা বা আয়োজনকে নিরক্ষর, দুস্থ ও ছিন্নমূল শিশু-কিশোর এবং শিক্ষাবঞ্চিত বয়স্কদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ বলা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সর্বজনীন বিধিবিধানে আবদ্ধ নয়, আবার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধিবিধানহীন পদ্ধতির আদলেও গঠিত নয়। সমাজের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলার নিমিত্তে সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত পদ্ধতি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের সুবিধামতো সময়ে, সুবিধামতো স্থানে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধিবদ্ধতার বাইরে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে শিক্ষার ধারা তাকেই বলা হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আমাদের দেশে যেসব শিশু বা কিশোর-কিশোরী নানা কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারেনি বা যুক্ত হয়েও বিভিন্ন সমস্যার কারণে স্কুল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, মূলত তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষার প্রয়োজনেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ধারার শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি কম এবং শিক্ষাক্রম অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় ও জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে।

কড়াকড়ি কম এবং শিক্ষাক্রম অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় ও জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই জীবনসংশ্লিষ্ট প্রকরণ থেকেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপকরণ তৈরি করা হয়। শিক্ষক এখানে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন মাত্র। আর উপকরণ হচ্ছে শিক্ষকের সহায়তা দানের হাতিয়ার।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এ গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বলা হয়েছে- বিশাল নিরক্ষর জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্তমানে পনের বছরের বেশি বয়সীদের সাক্ষরতার হার শতকরা ৫৬ অর্থাৎ পনের বছরের বেশি বয়সীদের শতকরা থাকবে সাক্ষরতা শিক্ষা, সচেতনতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। দেশের সকল নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তবে নিরক্ষরের মধ্যে যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪৫ বছর, তার অবর্তমান পর্যায়ে অগ্রাধিকার পাবেন। (সূত্র: জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০০)।

স্বাধীনতার লাভের পর থেকেই সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করে আসছে। আগেই উল্লেখ করেছি, সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত (জমতিয়েন, থাইল্যান্ড, ৫-৯ই মার্চ ১৯৯০) ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক ঘোষণায় বাংলাদেশও একটি অঙ্গীকারবদ্ধ দেশ। এ ঘোষণায় অঙ্গীভূত মৌলিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচির কাঠামো অনুসরণে বাংলাদেশ ১৯৯১-২০০০ সময় মেয়াদে 'সবার জন্য শিক্ষার জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা' গ্রহণ করে। মৌলিক শিক্ষার ছয় মাত্রাবিশিষ্ট সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য ছিল: ১. স্বল্প বয়সী (৩-৫ বছর) শিশুদের যত্ন এবং উন্নয়নভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা : ২.২০০০ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষা সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ: ৩. শিক্ষা পদ্ধতির বিকাশ সাধন: ৪. বয়স্কদের বিশেষ করে মহিলা ও পুরুষের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নিরক্ষরতার হার হ্রাসকরণ: ৫. মৌলিক শিক্ষার হার সম্প্রসারণ এবং যুব ও বয়স্কদের প্রশিক্ষণ ও অপরাপর অপরিহার্য নৈপুণ্য অর্জনে কর্মসূচি গ্রহণ এবং ৬. সকল প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সকল ব্যক্তি ও পরিবারকে জীবনযাপনের উপযোগী জ্ঞান নৈপুণ্য ও মূল্যবোধ শিক্ষা দান।

জমতিয়েন ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (১৯৯১-২০০০) অনুসরণ করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ:

৩. জীবনযাপনের লক্ষ্যে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগোপযোগী উপযুক্ত শিক্ষা লাভের জন্য সকল তরুণ ও বয়স্ক ব্যক্তির জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার নিশ্চয়তা বিধান;

৪. ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার মান শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীতকরণ, বিশেষ করে মহিলাসহ সকল বয়স্ক ব্যক্তির জন্য মৌলিক শিক্ষার পর্যায় হতে উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য বিদূরণ এবং মেয়েদের উন্নত মানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ও শিক্ষা অর্জনের প্রতি বিশেষ তৎপরতাসহ ২০১৫ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের শিক্ষার সমতা অর্জনে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

৬. মানসম্মত শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং সর্বক্ষেত্রে প্রকৃষ্টতার নিশ্চয়তা এমনভাবে বিধান করতে হবে যাতে সাক্ষরতা, গণনা এবং জীবনযাপনের মৌলিক নৈপুণ্যসহ স্বীকৃত ও পরিমাপযোগ্য শিখন অর্জন সম্ভব হয়।

ডাকার ফ্রেমওয়ার্কের অধীন স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকার ডাকার শিক্ষা ফোরামকে আশ্বাস দিয়েছে যে,

১. সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্ত রাজনৈতিক ওয়াদা আদায় করবে, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নও গ্রহণ করবে এবং মৌলিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করবে;

২. দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে দৃষ্টিগোচর সম্পৃক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে সুসমন্বিত শিক্ষাখাতের কাঠামোর মধ্যে বিন্যস্ত এবং সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার বিধান সম্বলিত নীতিমালা প্রণয়ন করবে;

৩. শিক্ষার উন্নয়নকল্পে গৃহীতব্য কৌশলমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণকালে সুশীল সমাজের নিয়োগ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে;

(চলবে